

💵 আতৃ তারগীব ওয়াতৃ তারহীব

হাদিস নাম্বারঃ ৫৫২

৫. সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৩৬) নামাযে এদিক-ওদিক তাকানো থেকে ভীতি প্রদর্শন

الترهيب من الالتفات في الصلاة وغيره مما يذكر

আরবী

(صحیح) عن الْحَارِثَ الْأَشْعَرِيُّ حَدَّتُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمْرَ يَعْمَلُ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا وَإِنَّهُ كَادَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلُ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُعْمَلُوا بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُعْمَلُوا بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُعْمَلُوا بِهَا قَالَ عِيسَى إِنَّ اللَّهَ أَمْرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُعْمَلُوا بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ فَقَالَ يَحْيَى أَحْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُحْسَفَ يَعْمَلُوا بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ وَلَمْرَفِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ أَمْرَكِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ وَالْمَرَفِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ الْمَرْفِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ

1- أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَقَالَ هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ اشْتَرَى عَبْدُهُ كَذَلِكَ 2- وَإِنَّ اللَّهَ إِلَيَّ فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُوَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ 2- وَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ

3- وَآمُرُكُمْ بِالصِيّامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

يَحَبَّ وَيَحَبُّ وَيَحَبُّ وَيَكُمُ اللَّهُ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُقُ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَصْرِبُوا عُنُقَهُ فَقَالَ أَنَا أَفْدِيهِ نَفْسِي مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ وَقَدَّمُوهُ لِيَصْرِبُوا عُنُقَهُ فَقَالَ أَنَا أَفْدِيهِ نَفْسِي مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ 5 وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللَّهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُقُ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنِ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنْ الشَّيْطَانِ إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنِ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنْ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذَكْرِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:



وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى فَارَقَ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَقَالَ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَقَالَ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَقَالَ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَقَالَ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَادُعُوا بِدَعْوى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ وَإِنْ حَلَى مُرواه الترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح والنسائي ببعضه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم

বাংলা

৫৫২. (সহীহ্) হারেছ আল আশআরী থেকে বর্ণিত। নবী (সালাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "পাঁচটি বিষয়ে আমল করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া (আঃ)কে আদেশ করেছেন। আর তিনি যেন বানী ইসরাঈলকেও সেগুলোর প্রতি আমল করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে একটু দেরী করছিলেন, তখন ঈসা (আঃ) বললেনঃ আল্লাহ্ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন পাঁচটি বিষয়ের প্রতি আমল করতে এবং বানী ইসরাঈলকেও সেগুলোর প্রতি আমল করার জন্য বলতে বলেছেন। হয় আপনি তাদেরকে আদেশ দিবেন না হয় আমি আদেশ দিব। ইয়াহইয়া বললেন, আমি আশংকা করছি তুমি আমার পূর্বে একাজ করে ফেললে, আমাকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে অথবা শাস্তি দেয়া হবে। এরপর তিনি লোকদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাসে একত্রিত করলেন। লোকে মসজিদ পূর্ণ হয়ে গেল এবং লোকেরা উঁচু জায়গাতেও বসে গেল। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ

আল্লাহ্ আমাকে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি আমল করার নির্দেশ করেছেন এবং এটাও নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাদেরকে সেগুলোর প্রতি আমল করার জন্য আদেশ করি। সেগুলো হচ্ছেঃ

- ১) তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। যে লোক আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করে তার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির সাথে, যে নিজের খাঁটি স্বর্ণ বা রৌপ্যের সম্পদ দ্বারা একজন ক্রীতদাস খরিদ করে নিয়ে আসল তারপর তাকে বলল, এটা আমার গৃহ আর এ হচ্ছে আমার কাজ। কাজ কর আর উপার্জন আমার কাছে জমা দাও। সে কাজ করতে লাগলো কিন্তু উপার্জন মালিক ভিন্ন আরেক লোকের কাছে জমা দিল। তোমাদের মধ্যে কোন লোক আছে কি কৃতদাসের এই ব্যবহারে সম্ভুষ্ট হবে?
- ২) আল্লাহ্ তোমাদেরকে নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা নামায আদায় করলে এদিক-ওদিক তাকাবে না। কেননা বান্দা যতক্ষণ এদিক-ওদিক না তাকায় ততক্ষণ আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডল বান্দার মুখমণ্ডল ে স্থাপন করে রাখেন।
- ৩) তিনি তোমাদেরকে সিয়ামের নির্দেশ দিয়েছেন। সিয়ামের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির সাথে যে এক দল



লোকের মধ্যে অবস্থান করছে, যার কাছে আছে মিসকে-আম্বর ভর্তি একটি কলসি। সবাই তার ঘ্রাণে মোহিত হচ্ছে। রোযাদারের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকে-আম্বরের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।

- 8) তিনি তোমাদেরকে দান-সাদকার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির সাথে যাকে শক্ররা বন্দী করে নিয়ে গেছে। তার হাতকে গলার সাথে বেঁধে দিয়েছে। তার শিরচ্ছেদ করার জন্য অগ্রসর হয়েছে। এমন সময় সে বলল, আমি তোমাদেরকে আমার অল্প-বেশী যাবতীয় সম্পদের বিনিময়ে আমার জানের ফিদিয়া প্রদান করছি। অতঃপর সে মুক্তিপন দিয়ে তাদের থেকে ছাড়া পেয়ে গেল।
- ৫) তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহকে স্মরণ করার। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির সাথে যাকে শক্ররা পাকড়াও করার জন্য ধাওয়া করছে। সে পালিয়ে এসে একটি সুরক্ষিত কেল্লায় ঢুকে পড়ল এবং তাদের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিল। অনুরূপভাবে বান্দা আল্লাহর যিকির ছাড়া নিজেকে শয়তান থেকে বাঁচাতে পারবে না।

নবী (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি। আল্লাহ্ আমাকে সেগুলোর নির্দেশ দিয়েছেনঃ (১) নেতার কথা শোনা (২) তার কথা মান্য করা (৩) জিহাদ করা (৪) হিজরত করা এবং (৫) জামাআতবদ্ধ হয়ে থাকা। কেননা যে লোক মুসলমানদের জামাআত থেকে এক বিঘত দূরে চলে যাবে, তার কাঁধ থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে যাবে- যতক্ষণ সে তওবা করে তাতে ফিরে না আসে। আর যে ব্যক্তি জাহেলীয়াতের দিকে আহবান করবে. সে জাহান্নামের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল হে আল্লাহর রাসূল! যদিও সে নামায পড়ে ও রোযা রাখে? তিনি বললেনঃ "যদিও সে নামায পড়ে, রোযা রাখে। তোমরা আল্লাহর কথা বলে আহবান করবে। তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান, মুমিন- আল্লাহর বান্দা।"

(তিরমিয়ী ২৮৬, নাসাঈ হাদীছটির কিছু বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন ইবনে খুয়াইমা ২/৬৪, ইবনে হিব্বান ৬২০০ ও হাকেম ১/২৩৬। এই হাদীছের বাক্য তিরমিয়ীর, হাকেম বলেনঃ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীছটি সহীহ)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী 🛘 বর্ণনাকারীঃ হারিস আশআরী (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন